করোনায় বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক সংকট কাটাতে বাংলাদেশকে ১০৫ কোটি ডলার সহায়তা দেবে বিশ্ব ব্যাংক।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও মহামারী প্রতিরোধে সক্ষমতা বাড়াতে তিনটি প্রকল্পে এ অর্থ ব্যয় করা হবে বলে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাটির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

‘প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনারশিপ’ (প্রাইড) প্রকল্পে ৫০ কোটি ডলার, ‘এনহ্যান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকনোমি’ প্রকল্পে ২৯ কোটি ৫ লাখ ডলার ও ও ‘সেকেন্ড প্রোগ্রামেটিক জবস্ ডেভলপমেন্ট পলিসি ক্রেডিট’ প্রকল্পে ২৫ কোটি ডলার বিনিয়োগ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন এক বিবৃতিতে বলেন, নজিরবীহিন সংকট মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী এ পদক্ষেপের ফলে জনসাধারণের আয় ও জীবিকা ◌্তিবাচক প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পগুলো দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে সহায়তার পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত গড়বে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫০ কোটি ডলারের প্রাইড প্রকল্পটি প্রায় ২০০ কোটি ডলারের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ টানবে; নির্ধারিত অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সফটওয়্যার প্রযুক্তি পার্কে সামাজিক ও পরিবেশগত মান জোরদার করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেড় লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর মধ্যে সফটওয়্যার পার্কের ৪০ শতাংশ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০ শতাংশ কর্মসংস্থান হবে নারীর।

এই প্রকল্প মিরসরাই-ফেনী অঞ্চলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর -২ এর উন্নয়ন করবে যার মধ্যে থাকবে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ সড়ক নেটওয়ার্ক, সৌর বিদ্যুতের সড়ক বাতি স্থাপন ও জলবায়ু-সহনশীল পানি, স্যানিটেশন ও বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক স্থাপন।

প্রকল্পটি জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে ঢাকার প্রথম ‘ডিজিটাল অনট্রাপ্রেনার হাব’ গড়ে তুলে এটিকে একটি সবুজ ভবনে পরিণত করবে।

তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) ও তথ্য প্রযুক্তি সমর্থিত সেবাসহ (আইটিইএস) স্থানীয় ও বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পটি করোনাভাইরাসের প্রভাব মোকাবিলায় অর্থনীতিকে সহায়তা করবে।

২৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের প্রকল্প সরকারের সব সংস্থার জন্য একটি সমন্বিত, অংশীদারিত্বভিত্তিক এবং ক্লাউড-কম্পিউটিং ডিজিটাল প্লাটফর্ম স্থাপন করবে এবং সাইবার নিরাপত্তার উন্নতি ঘটাবে, যা সরকারি আইটি বিনিয়োগে ২০০ মিলিয়ন ডলারের খরচ বাঁচাবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্লাটফর্ম সরকারকে কার্যকরভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেবা সরবরাহ করতে সক্ষম করবে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে এক লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে যার এক-তৃতীয়াংশ হবে নারী ও একলাখ তরুণ-তরুণীকে ডিজিটাল ও নতুন প্রতিস্থাপন প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে। এটি তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে ৩০ কোটি ডলার আয় বাড়াতে সহায়তা করবে এবং স্থানীয় আইটি কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে; মহামারীর ঝুঁকি কমাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনবে।

আর ২৫ কোটি ডলারের প্রকল্পটি করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের স্বল্প-মেয়াদি বিভিন্ন পদক্ষেপের সহায়তার জন্য সরকারের আর্থিক সংস্থানের পাশাপাশি অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও ভবিষ্যতের অভিঘাত মোকাবিলায় শ্রমজীবী ও দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করবে।

এই অর্থায়ন নারী, যুব জনগোষ্ঠী, অভিবাসী শ্রমিক এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশে বৃহৎ পরিসরে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এটা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কারে সহায়তা করবে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অধিকতর উন্নত কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে সহায়তা করবে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা কেড়ে নিল আরও ৩৭ জনের প্রাণ, শনাক্ত ৩২৪০

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৪২৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ২৪০ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৮ হাজার হাজার ৭৭৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৪৮ জন এবং মোট সুস্থ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ৭৭৯টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে আগের নমুনাসহ ১৪ হাজার ৩১টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ২৪০ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৮ হাজার হাজার ৭৭৫ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ০৯ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৪২৫ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৪৮ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৪৩ হাজার ৯৯৩ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩১ শতাংশ।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

মেহেরপুরে আ’লীগ নেতার মৃত্যুতে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর শোক

মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক অর্থ সম্পাদক আব্দুল মহি লাল্টুর(৬৫) মৃত্যুতে গভির শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন এমপি।

শনিবার সকালে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার মাধ্যমে শোকাতর পরিবারের প্রতি গভির সমবেদনা জানিয়েছেন। সেই সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। একই সাথে মেহেরপুরের সকল জনগনকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসোলেশন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আব্দুল মহি লাল্টুর মৃত্যু হয়। আব্দুল মহি মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার মৃত মোহর আলী মুক্তারের ছেলে।

মেপ্র/এমএফআর

লাল কার্ড দেখা থেকে বাঁচলেন মেসি

কাল রাতে বার্সেলোনা-সেভিয়া ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষেই বার্সা তারকাকে নিয়ে ঝড় উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুলোতে। মেসিকে সাধারণত অমন মেজাজ হারাতে দেখা যায় না। তেড়ে গিয়ে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলেন। এ কোন মেসি!

ঘটনাটা প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে।সেভিয়া বক্সের সামনে বল নিয়ে ছুটছিলেন মেসি। হাঁটুর চোট থেকে ফিরে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা লুইস সুয়ারেজ ফাউলের শিকার হওয়ায় বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু সেভিয়ার ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ডিয়েগো কার্লোস ওই সময় ছুটে গিয়ে ট্যাকল করেন মেসিকে। আর্জেন্টাইন এ তারকা এরপর আর মেজাজ ধরে রাখতে পারনেননি।

ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগোকে ফেলে দেওয়ার পর তাঁকে শাসাতেও কার্পণ্য করেননি মেসি। ছবি: টুইটার সে
ডিয়েগো কার্লোসের প্রতি তেড়ে গিয়ে তাঁর মুখে ধাক্কা মারেন মেসি। বোঝাই যাচ্ছিল, ভীষণ খেপে গিয়েছেন তিনি। পরিস্থিতির সদ্ব্যবহারে মাঠে দ্রুত শুয়ে পড়তে দেরি করেননি ডিয়েগো। মেসি লাল কার্ড দেখতে পারেন তা মোটামুটি ধরেই নিয়েছিল সবাই।

না, রেফারি লুইস গঞ্জালেস সেটি আর করেননি। মেসি ধাক্কা মারার পর জটলা লেগে যায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে। কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্বি এসবই চলছিল। মেসি বেঁচে গেলেও সেভিয়ার ফার্নান্দো এবং বার্সার সার্জিও বুসকেটসকে হলুদ কার্ড দেখতে হয়। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বড় প্রশ্ন ছিল ‘মেসি কীভাবে লাল কার্ড দেখলেন না।’

রেডিও মার্কার বিশেষজ্ঞ আন্দুজার অলিভিয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, লাল কার্ড দেখার মতো অপরাধ করেননি বার্সা তারকা, ‘সর্বোচ্চ হলুদ কার্ড দেখানো যেত। মেসির যেমন ডিয়েগোকে ধাক্কা মারা উচিত হয়নি তেমনি সেভিয়া খেলোয়াড়দেরও ঘটনাটা অতিরঞ্জিত করা ঠিক হয়নি।’

সেভিয়ার সঙ্গে গোলশুন্য ড্র করে বার্সা। ৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তারা শীর্ষে। ২৯ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ।

প্রথম আলো

চতুর্ভুজ প্রেম, প্রেমিকার নির্দেশে তিন প্রেমিক মিলে খুন করেন আরেক প্রেমিককে

চতুর্ভুজ প্রেমের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেওয়ায় প্রেমিকা আরিফার নির্দেশেই খুন করা হয় বড়াইগ্রামের ইকোরি গ্রামের কৃষক মোবারক হোসেনকে। পুলিশ ঘটনার মাত্র ২দিনের মাথায় এ হত্যা রহস্য উদঘাটন করেছে। হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপর তিন প্রেমিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা এসব তথ্য তুলে ধরেন।

প্রেস ব্রিফিংয়ে লিটন কুমার সাহা জানান, গত ১৫ জুন বড়াইগ্রাম উপজেলার ইকোরি গ্রামের মৃত খয়ের উদ্দিনের ছেলে মোবারক হোসেন
(৩৮) খুন হন। মোবারককে হাত-পা বেঁধে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে নিহতের স্ত্রী রানী বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের অভিযুক্ত করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ তদন্তে নামে। ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে সোনাবাজুর কাচু খার স্ত্রী আরিফা বেগমকে (৩০) গ্রেপ্তার করে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে আরিফা এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত বলে স্বীকার করেন এবং অপর তিনজন প্রেমিকের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা জানান। পরে পুলিশ ওই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা হলেন-সোনাবাজু গ্রামের ইমরুল প্রামাণিকের ছেল রশিদ প্রামাণিক (৩৮), একই গ্রামের জিয়াউর রহমানের ছেলে জিহাদ আলী (৩২) এবং ইকোরি গ্রামের আব্দুল বারীর ছেলে আসাদুল ইসলাম (৩৫)।

পুলিশ সুপার জানান, এই হত্যাকাণ্ডের মাস্টার মাইন্ড ছিলেন আরিফা। তিনি নিহত মোবারকসহ ৪ জনের সাথেই অবৈধ মেলামেশা করতেন ও তাদের কাছে থেকে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতেন। মোবারক ঠিকমত আরিফাকে টাকা না দেওয়া এবং তিনিসহ অন্যদের সাথে আরিফার সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেন। এতে আরিফা ক্ষুদ্ধ হয় এবং অপর তিন প্রেমিককে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা করে। ঘটনার দিন মোবারক গরু চড়াতে গেলে আরিফা বেগম শারীরিক মেলামেশার প্রলোভন দিয়ে মোবারককে পাটক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান। এরপর কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মোবারককে হত্যা করেন এবং এরপর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে থাকেন।

পুলিশ সুপার আরো জানান, হত্যার পরে আসামিরা মোবাইল ফোনে কোনরূপ যোগাযোগ করেননি। কিন্তু পারপার্শ্বিকতা বিবেচনায় পুলিশ বিচক্ষণতার সাথে আরিফাকে টার্গেট করে আটক করে। প্রেস ব্রিফিংয়ে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আকরামুল ইসলাম, নাটোর সদর সার্কেলের অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবুল হাসনাত, বড়াইগ্রাম থানার ওসি দিলিপ কুমার দাস, ডিবির ওসি আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

কালের কণ্ঠ

রাজধানীর কবরস্থানে বেড়েছে লাশ দাফন

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ব্যবস্থাপনায় থাকা মোট ৯টি কবরস্থানে হঠাৎ বেড়েছে লাশ দাফনের সংখ্যা। মে মাসে দাফনের সংখ্যাকে অস্বাভাবিক বেশি বলছেন কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা। আগের মাসে কিংবা কোনো এক দিনে ‘এত কবর’ খোঁড়েননি বলে জানিয়েছেন গোরখোদকরাও।

দাপ্তরিক তথ্যানুযায়ী এখন পর্যন্ত আজিমপুর কবরস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া শুধু চার ব্যক্তির লাশ দাফন করা হয়েছে। সেগুলো হলো—দেশে প্রথম করোনায় মারা যাওয়া আফসার উদ্দিন ভূঁইয়া, সরকারি কর্মকর্তা জালাল সাইফুর রহমান ও তৌফিকুল আলম এবং জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লাশ।

গত ৩০ মে পর্যন্ত করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ১৯১ জনকে কবর দেওয়া হয় খিলগাঁওয়ের তালতলা কবরস্থানে। কিন্তু পরবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ মে থেকে করোনায় মারা যাওয়াদের দাফন করা হচ্ছে রায়েরবাজার কবরস্থানে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়াদের রায়েরবাজার কবরস্থানের বাইরে অন্য কোথাও দাফনের অনুমতি নেই। কিন্তু অন্য কবরস্থানগুলোর সঙ্গে রায়েরবাজারেও মে মাসে বেড়ে গিয়েছিল দাফনের সংখ্যা।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের আজিমপুর কবরস্থানে এপ্রিল মাসের চেয়ে মে মাসে ২৬১টি বেশি লাশ দাফন করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে কবরস্থানটিতে দাফন করা হয় ৭৭৩টি লাশ। কিন্তু মে মাসে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৩৪টি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দাফন করা লাশের মাসিক গড় ছিল ৭৭৯.৫০টি। এদিকে চলতি জুন মাসের গতকাল (১৮ জুন) বিকেল পর্যন্তই ৫৭৫টি লাশ দাফন করা হয়েছে এই কবরস্থানে। কবরস্থানটির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

জুরাইন কবরস্থানে এপ্রিল মাসে দাফন করা হয়েছিল ২৭২টি লাশ। কিন্তু মে মাসে কবরস্থানটিতে দাফন করা হয়েছে ৩৭০টি লাশ। অর্থাৎ জুরাইনে এপ্রিলের চেয়ে মে মাসে ৯৮টি বেশি লাশ দাফন করা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত চার মাসে দাফন করা মরদেহের গড় ছিল ২৫৬.২৫ জন। চলতি মাসে গতকাল পর্যন্ত এই কবরস্থানে ১৯৭টি লাশ দাফন করা হয়েছে।

তবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাতটি কবরস্থানের মধ্যে উত্তরা ৪ ও ১২ নম্বর সেক্টরের দুটি কবরস্থানে এপ্রিল ও মে মাসের দাফনের সংখ্যার মধ্যে খুব একটা তফাত হয়নি। কবরস্থান দুটিতে এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে তিনটি লাশ বেশি দাফন করা হয়েছে। উত্তরা ৪ নম্বর কবরস্থানে এপ্রিলে ১৯টি এবং মে মাসে ২০টি লাশ দাফন করা হয়। উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টর কবরস্থানে এপ্রিলে ২১ এবং মে মাসে ২৩টি লাশ দাফন করা হয়। তবে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের কবরস্থানে এপ্রিলে ছয়জনের লাশ দাফন করা হয়। কিন্তু মে মাসে দাফন করা হয়েছে ১২টি লাশ। চলতি মাসের ১৮ দিনে উত্তরা ১২ ও ৪ নম্বর সেক্টরে ১২টি করে লাশ দাফন করা হয়েছে।

বনানী কবরস্থানে এপ্রিল মাসে ৭১টি লাশ দাফন করা হলেও মে মাসে দাফন করা হয়েছে ৯৫টি। মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে এপ্রিল মাসে দাফন করা হয়েছিল ১৫১ জনের লাশ। কিন্তু মে মাসে ২০৮ জনের লাশ কবরস্থ করা হয়েছে। চলতি মাসের গত ১৮ দিনে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়েছে ১৪৪টি।

এদিকে করোনাভাইরাসে মৃতদের রায়েরবাজার কবরস্থানে ৩১ মের আগে দাফন করা হয়নি বলে জানানো হলেও এই কবরস্থানেও মে মাসে আগের মাসের তুলনায় দাফনের সংখ্যা বেড়ে যায়। এপ্রিলে রায়েরবাজারে ১৬৬ জনের লাশ কবরস্থ করা হলেও মে মাসে সেই সংখ্যা ছিল ২৭২টি। এই মাসের গতকাল পর্যন্ত রায়েরবাজারে মোট ৩০০টি লাশ দাফন করা হয়েছে,

যার মধ্যে ১৬০ জন করোনা আক্রান্ত ছিলেন বলে জানা গেছে।

কালের কণ্ঠ’র অনুসন্ধানে কেন হঠাৎ দাফনের সংখ্যা বেড়ে গেল সে ব্যাপারে নানা মত পাওয়া গেছে। কবরস্থানে নিয়ে আসা লাশ দাফনের সময় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেখানো বাধ্যতামূলক। তবে বাসায় মারা গেলে স্থানীয় কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে গেলে লাশ দাফনের সুযোগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ কাউন্সিলর নিজের প্যাডে ‘স্ট্রোক’, ‘হার্ট অ্যাটাক’ এবং ‘স্বাভাবিক’ লিখে দেন। তবে মে মাসে চিকিৎসাকেন্দ্রের সনদের চেয়ে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র দেওয়া অনেকটা বেড়েছে কবরস্থানগুলোতে। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে জানা যায় না।

ডিএসসিসি ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের আওতাধীন লালবাগের ১২৮/২ শহীদনগর দ্বিতীয় গলির বাসিন্দা লাইলী মুন্সী গত ৯ মে মারা যান। তাঁর লাশ আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করার জন্য তাঁর পরিবার ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নেয়। সেখানে ‘স্বাভাবিক’ মৃত্যু হিসেবে উল্লেখ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিরর। একইভাবে ডিএনসিসি ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে একই ধরনের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় বাড্ডা এলাকার বাসিন্দা আছিয়া বেগমকে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে ‘বার্ধক্য’ উল্লেখ করেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর।

প্রত্যয়নপত্র সম্পর্কে ডিএসসিসির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মোকাদ্দেন হোসেন জাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘কেউ মারা গেলে আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে আমরা জেনে প্রত্যয়ন করি। করোনার লক্ষণ নিয়ে দিনে মারা গেলে আমরা নমুনা সংগ্রহ করাই। কিন্তু রাতে মারা গেলে কিছু করার থাকে না।’

হঠাৎ দাফনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া নিয়ে কোনো ধরনের জরিপ বা গবেষণা পরিচালনা করা হয়নি সরকারি কোনো দপ্তর বা সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে। ফলে কর্মকর্তারা সুস্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি। তবে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র নিয়ে দাফন করা ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক অশনাক্ত করোনা রোগী থাকতে পারেন বলে ধারণা কবরস্থান ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্তদের।

ডিএনসিসির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মমিনুর রহমান মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘দাফনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঠিক কারণ বলা কঠিন। তবে এ সময় অনেকে সঠিক চিকিৎসা

নিচ্ছেন না বা চিকিৎসার সুযোগ কমে যাওয়া একটা কারণ হতে পারে।’

আজিমপুর কবরস্থানের সহকারী মোহরার মো. নূরুল হুদা কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘লাশ নিয়ে এলে কাউন্সিলরের প্রত্যয়নপত্র দেখে দাফনের অনুমতি দিই। ফলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ আমরাও জানতে পারি না। এত লাশ এর আগে আসত না।’

কবর খোঁড়ার দায়িত্বে থাকা মো. আশিকুর রহমান জুয়েল বলেন, ‘অনেক লাশ আসছে কবরস্থানে। আমি পাঁচ বছরের মধ্যে আগে এত লাশ দেখি নাই। লকডাউন (সাধারণ ছুটি) শুরুর পর থাইক্যা লাশের সংখ্যা বাড়ছে।’ সুত্র-কালের কণ্ঠ

উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি করল দুদক

স্বাস্থ্য খাতের সব ধরনের অনিয়ম দুর্নীতি অনুসন্ধানে বৃহস্পতিবার চার সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের একটি টিম গঠন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সংস্থাটির পরিচালক মীর জয়নুল আবেদীন শিবলীকে প্রধান করে গঠিত টিমের অন্য সদস্যরা হলেন- উপপরিচালক মো. নূরুল হুদা, সহকারী পরিচালক মো. সাঈদুজ্জামান নন্দন ও আতাউর রহমান।

টিম গঠনের বিষয়টি নিশ্চিত করে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, অনুসন্ধানে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে তাদেরকেই আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, মাস্ক বা পিপিই অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী। যা চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবনের নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই এসব অভিযোগেরও প্রকৃত সত্য বের করতে এই টিম কাজ করবে। অনুসন্ধানে স্বাস্থ্য খাতের দুর্বিষহ চেহারাটাও বেরিয়ে আসবে বলে তিনি জানান।

দুদকের পরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য জানান, অনুসন্ধান শেষে তারা এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করবে। সূত্র-যুগান্তর

আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি: প্রধানমন্ত্রী

নিজেদের প্রযুক্তি ব্যবহারে যুদ্ধজাহাজ তৈরির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আগামীতে আমরাও যেন যুদ্ধজাহাজ তৈরি করতে পারি সে চিন্তা আমাদের করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের নিজেদের প্রয়োজন ছাড়াও এ ধরনের জাহাজ যেন আমরা বিদেশে রফতানি করতে পারি, সেভাবে আমাদের কাজ করতে হবে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বানৌজা ‘সংগ্রাম’র কমিশনিং করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, নৌবাহিনীকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। আমরা আরও সুযোগ-সুবিধা দেব। বিশ্বের উন্নত দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রযুক্তি জানতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের প্রবৃদ্ধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল; কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তি (করোনাভাইরাস) এসে সব উন্নয়ন অগ্রগতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। উন্নত ও খুব শক্তিশালী এবং অতিদরিদ্র সবার একই অবস্থা সৃষ্টি করেছে এই অদৃশ্য শক্তি। এর বিরুদ্ধে কেউ লড়তে পারছে না। তিনি নৌবাহিনীর সব সদস্যকে সুরক্ষিত থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, আমরা শান্তি চাই। সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়। বঙ্গবন্ধুর এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী।

সরকারপ্রধান বলেন, আমরা বিশাল সমুদ্রসীমা অর্জন করেছি। সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে আমরা দেশের উন্নয়ন করতে চাই। তিনি আশা করেন, এ ক্ষেত্রে নৌবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চীনের তৈরি বানৌজা সংগ্রাম-এর দৈর্ঘ্য ৯০ মিটার এবং প্রস্থ ১১

মিটার। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। শত্রু বিমান, জাহাজ এবং স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম জাহাজটি আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন কামান, ভূমি থেকে আকাশে এবং ভূমি থেকে ভূমিতে উৎক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, অত্যাধুনিক থ্রিডি রাডার, ফায়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, রাডার জ্যামিং সিস্টেমসহ বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত।

জাহাজটিতে হেলিকপ্টার অবতরণ ও উড্ডয়নের জন্য ডেক ল্যান্ডিংসহ অন্যান্য সুবিধাদি রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী মোতায়েনযোগ্য এ জাহাজর মাধ্যমে বিশাল সমুদ্র এলাকায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো, চোরাচালান ও জলদস্যুতা রোধ, সমুদ্রে উদ্ধার তৎপরতা, সমুদ্র অর্থনীতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনাসহ মৎস্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার পাশাপাশি তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত ব্লকসমূহের অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সূত্র-যুগান্তর

দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু ৩৮, আক্রান্ত ৩৮০৩

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৮ জন। এ নিয়ে সর্বমোট মারা গেলেন এক হাজার ৩৪৩ জন।

বৃহস্পতিবার বিকালে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরে অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য দেয়া হয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক(প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত একদিনে দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তিন হাজার ৮০৩ জন। শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ৩৯ শতাংশ।

এ নিয়ে ভাইরাসটিতে সর্বমোট আক্রান্ত হলেন এক লাখ দুই হাজার ২৯২ জন। তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৩৪৯টি নমুনা সংগ্রহ করা

হয়েছে। আর পরীক্ষা হয়েছে ১৬ হাজার ২৫৯টি। এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে পাঁচ লাখ ৬৭ হাজার ৫০৩টি নমুনা।

গত ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ার পর ওই মাসের শেষ দিকেই দেশজুড়ে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে সব কিছু বন্ধ করে দেয় সরকার। যা চলে টানা দুই মাস।

৩১ মে সাধারণ ছুটি শেষ হওয়ার কিছু দিন আগে ঈদ সামনে রেখে বিধিনিষেধ শিথিল করে বিপণিবিতান ও দোকানপাট খুলতে শুরু করার পর বাড়তে থাকে সংক্রমণ।

১ জুন থেকে অফিসের পাশাপাশি গণপরিবহনও চালু হওয়ার পর প্রায় প্রতিদিনই করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী শনাক্ত ও এতে মৃত্যুর রেকর্ড হচ্ছে বাংলাদেশে।

এই কয়েক দিনে মৃত্যুও বেড়েছে কয়েক গুণ। বুধবার প্রথমবারের মতো করোনা সংক্রমনের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়েছে। এর আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল তিন হাজার আটশ ৬২ জন। সূত্র-যুগান্তর

দেশে একদিনে রেকর্ড করোনা রোগী শনাক্ত, মৃত্যু ৪৩

দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ডসংখ্যক করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় শনাক্ত হয়েছে ৪ হাজার ৮ জন। করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪৩ জনের এবং সুস্থ হয়ে উঠেছে ১ হাজার ৯২৫ জন।

আজ বুধবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালী থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

তিনি বলেন,‘আমরা গত ২৪ ঘণ্টায় ৫৯টি পরীক্ষাগারে নমুনা সংগ্রহ হয়েছে ১৮ হাজার ৯২২টি। আর নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৭ হাজার ৫২৭টি।

মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৫ লাখ ৫১ হাজার ২৪৪টি। ২৪ ঘণ্টায় এই সংগৃহীত নমুনা থেকে শনাক্ত রোগী পেয়েছি ৪ হাজার ৮ জন। এ পর্যন্ত শনাক্ত ৯৮ হাজার ৪৮৯ শনাক্তের হার ২২ দশমিক ৮৭ শতাংশ।’

অধ্যাপক নাসিমা বলেন, ‘২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছে ১ হাজার ৯২৫ জন। মোট সুস্থ হয়েছে ৩৮ হাজার ১৮৯ জন। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৩৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণ করেছে ৪৩ জন। এ পর্যন্ত মৃত্যু দাঁড়ালো ১ হাজার ৩০৫ জন। শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৩ শতাংশ। মৃত্যু বিশ্লেষণে পুরুষ ২৮ জন এবং নারী ১৫ জন।’

advertisement
বয়স বিশ্লেষণে করে তিনি বলেন, ‘০ থেকে ১০ বছরের মধ্যে ১ জন, ১১ থেকে ২০ বছর ১ জন, ২১ থেকে ৩০ বছর ১ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছর ৪ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছর ৪ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছর ৯ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছর ১২ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছর ৯ জন এবং ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ২ জন মারা গেছে।’

‘তাদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১২ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪ জন, খুলনা বিভাগে ২ জন, সিলেট বিভাগে ১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ২ জন এবং রংপুর বিভাগে ১ জন মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের মধ্যে হাসপাতালে ২৭ জন, বাসায় ১৫ জন মারা গেছে এবং ১ জন হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছে’ বলেও জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক।

এর আগে মঙ্গলবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৮৬২ জন, মারা যায় ৫৩ জন। তার আগের দিন সোমবার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল ৩ হাজার ৯৯ জন, মৃত্যু হয় ৩৮ জনের।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর গত ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। এরপর থেকে দিনে দিনে এর সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে।